দৈনিক সংবাদ
JUL 20 2002

আইইআর-এর ছাত্র আন্দোলন ঃ কারণ ও অন্যান্য প্রসঙ্গ

রফিক রায়হান

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা ক্যাডার সার্ভিস চালু করা— আন্দোলনের সর্বশেষ দাবি। শিক্ষা অফিসাররা বহুদিন ধরে এ দাবিটি করে আসছেন। ড. আবদুল্লাহ আল মুতি শরফুদ্দীনের নেতৃত্বে গঠিত জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা কমিটি ১৯৯৭ এবং প্রফেসর শামসুল হকের নেতৃত্বে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি ১৯৯৭ সালে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা ক্যাডার সার্ভিস চালুর সুপারিশ করেন। বাংলাদেশের শিক্ষা প্রশাসনের জন্য এ রকম একটি ক্যাডার সার্ভিস চালু করা অপরিহার্য। শিক্ষা বিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ শাখা হচ্ছে শিক্ষা প্রশাসন। পৃথিবীর উন্নত দেশগুলোর শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে কাজ করেন শিক্ষা বিশেষজ্ঞরা। অর্থনীতিতে বিশেষ দক্ষতা থাকায় আমাদের দেশে টেকনোক্র্যাট অর্থমন্ত্রী নেয়া হয়; কিন্তু কোন শিক্ষাবিদকে শিক্ষামন্ত্রী বানানো হয় না। অবশ্য বর্তমান সরকারে একজন শিক্ষাবিদ শিক্ষামন্ত্রীর পদে আসীন রয়েছেন। সুতরাং আলোচিত বিষয়গুলো সরকার অবহেলা করবে না বলেই আমাদের বিশ্বাস।

৬ই জুলাই থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আই.ই.আর)-এ ছাত্র আন্দোলন চলছে। নানা কারণে আন্দোলনের প্রেক্ষাপট তৈরি হয়েছিল। গত সরকারের আমলেই কর্তৃপক্ষের কাছে দাবিগুলো করা হয়েছে। ছাত্রদের যৌক্তিক দাবি-দাওয়া সংবলিত স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছে। পাবলিক সার্ভিস কমিশনে আই.ই.আর কর্তৃপক্ষ চিঠি দিয়েছেন। কমিশন 'পরীক্ষা সংস্কার হচ্ছে' যুক্তি দিয়ে আশ্বস্ত করেছেন। সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক পদে সমন্বিত ব্যাচেলর অফ এডুকেশন (অনার্স) স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারীরা আবেদন করেও কোন ইন্টারভিউ কার্ড পায়নি। ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজের শিক্ষার্থীরা এর জন্য মামলা করে। হাইকোর্ট এডুকেশন (অনার্স) স্নাতক ডিগ্রিধারীদের আবেদনপত্র গ্রহণের নির্দেশ জারি করেন। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর সংশোধিত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দিয়ে এডুকেশন (অনার্স) স্নাতকদের দরখাস্ত আহ্বান করে। আবেদনপূর্বক লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় অংশ নেয় তারা। আবেদনকারীদের অধিকাংশই নির্বাচিত হয়েছে, তবে নিয়োগ পাচ্ছে না। বাংলাদেশ রাইফেলস্, বিএএফ শাহিন স্কুলসহ বিভিন্ন বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ইন্টারভিউয়ে প্রথম হয়ে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেছেন এডুকেশন (অনার্স) স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারীদের অনেকে; কিন্তু তাদের চাকরি এমপিওভুক্ত হচ্ছে না। অথচ একই ডিগ্রিধারী কেউ কেউ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে যোগদান করেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতোমধ্যে দু'জন এডুকেশন (অনার্স) স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী চাকরি পেয়েছেন। আরও ৫ জনের চাকরি প্রক্রিয়াধীন। কিছুসংখ্যক ডিগ্রিধারী বৃত্তি নিয়ে নরওয়ে, আমেরিকা ও জাপানে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করছেন। দেশীয় ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা তাদের শিক্ষা কর্মসূচিতে এডুকেশন (অনার্স) স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারীদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নিয়োগ দিচ্ছেন। তবে অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, বাংলাদেশ সরকার এদের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতার জন্য উপযুক্ত মনে করছে না। বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানে বিশেষ করে শিক্ষা বিভাগের নিয়োগকর্তাদের অনেকেরই এডুকেশনের ওপর কোন ডিগ্রি নেই। তাদের অনেকে শিক্ষা ক্যাডারের কর্মকর্তা হলেও তারা এসেছেন সাধারণ কলেজ/টিটি কলেজ থেকে। কেউ কেউ প্রশাসন ক্যাডার থেকে। কেউ স্বতন্ত্র অ্যাকাডেমিক ডিসিপ্লিন হিসেবে শিক্ষাবিজ্ঞান (Education) অধ্যয়ন করেননি। হয়ত কাজ চালানোর জন্য শিক্ষাবিজ্ঞানে প্রফেশনাল প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। এডুকেশনকে তারা একটি স্বতন্ত্র ডিসিপ্লিন হিসেবে স্বীকার করতে চান না। এডুকেশন একটি স্বতন্ত্র সামাজিক বিজ্ঞান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। The New Encyclopaedia Britannica-তে এডুকেশনকে সামাজিক বিজ্ঞান হিসেবে দেখানো হয়েছে। Professor M. Halayya সামাজিক বিজ্ঞানকে তিন ভাগে ভাগ করে Education, Ethics, Philosophy & Psychologyকে Semi-Social Scienceভুক্ত করেছেন। David L. Sills সম্পাদিত 'International Encyclopaedia of the Social Sciences গ্রন্থে এডুকেশনকে Behavioural Science হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। অ্যাকাডেমিক ও পেশাগতভাবে স্বতন্ত্র জ্ঞান শাখা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সবগুলো বৈশিষ্ট্য এডুকেশনের রয়েছে। নিজস্ব বিষয়বস্তু, ধারণা ও স্বরূপ, গবেষণা পদ্ধতি, স্বতন্ত্র প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য এবং সমাজ, সভ্যতাকে অগ্রসর করার শক্তি- এ চরিত্রগুলো জ্ঞানের একটি বৃহত্তর শাখা হিসেবে শিক্ষা বিজ্ঞানকে স্বতন্ত্র মর্যাদা দিয়েছে। আবার শিক্ষা বিজ্ঞানের কোন কোন শাখা আলাদা বিষয়ের মর্যাদা পেয়েছে। এমনকি শিক্ষা বিজ্ঞানের (Education) শাখা-প্রশাখাগুলোকে ধারণ করে গড়ে উঠেছে স্বতন্ত্র 'ইউনিভার্সিটি অফ এডুকেশন'। জাপানে ডজনখানেক ইউনিভার্সিটি অফ এডুকেশন রয়েছে।

আমাদের দেশে এডুকেশন/শিক্ষা বিজ্ঞান বলতে শিক্ষক প্রশিক্ষণকেই বোঝানো হয়, এর বেশি কিছু নয়। জাতীয় শিক্ষা কমিশন ১৯৭৪ এবং বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষা কমিশন ১৯৮৮ একইভাবে স্বীকার করেন যে, 'আমাদের দেশে প্রচলিত শিক্ষক শিক্ষণ ... সাথে বিশ্ববিদ্যালয় ... সংযোগ ও সমন্বয়ের অভাব লক্ষণীয়'। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে স্বতন্ত্র ডিসিপ্লিন হিসেবে এডুকেশন চালু না হলেও দেশের শিক্ষাবিদ, শিক্ষানুরাগী এবং শিক্ষা চিন্তাবিদগণ শিক্ষা বিজ্ঞানের প্রয়োজন অনুভব করেছেন। তাদের শিক্ষা চিন্তা-ভাবনাকে অ্যাকাডেমিকভাবে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সঞ্চালিত করার প্রয়োজনের কথা বলেছেন। শুধু শিক্ষার্থীর জন্য নয়, শিক্ষা বিজ্ঞান অধ্যয়ন সকলের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষক, অর্থনীতিবিদ, রাজনীতিবিদ, সমাজকর্মী, পরিকল্পনাবিদ, সাধারণ পাঠকেরও শিক্ষা বিজ্ঞানের পাঠ প্রয়োজন। এডুকেশন (শিক্ষা বিজ্ঞান) জ্ঞানার্জন ও শিখন প্রক্রিয়ার কৌশল ও নিয়মনীতির মাধ্যমে মানবজ্ঞানকে সমৃদ্ধ করে। জ্ঞানকে অন্যের মধ্যে সঞ্চালিত করার জন্যও শিক্ষা বিজ্ঞান সহযোগিতা করে। এটি শিখন ও মানবজ্ঞান সম্পর্কিত ধারণার বিস্তৃতি ঘটায় এবং অভিজ্ঞতার ফসল সবকিছুকে শিখন হিসেবে গ্রহণ করার ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তোলে।

শিখন যখন আচরণের বাঞ্ছিত পরিবর্তন ঘটায়, তখন তা শিক্ষা হিসেবে পরিগণিত হয়। আনুষ্ঠানিক, উপানুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক ধারায় শিক্ষা সম্পন্ন হয়। সেজন্য কোন মানুষকেই অশিক্ষিত বলা যায় না। নিরক্ষর হয়ত বলা যায়। নিরক্ষর হয়েও অনানুষ্ঠানিকভাবে দেখেশুনে ঠেকে একজন মানুষ পরিপূর্ণ হয়ে উঠতে পারেন। জীবনবোধ, দৃষ্টিভঙ্গি, মানবিকতায় বলীয়ান হতে পারেন। আবার উচ্চতর আনুষ্ঠানিক শিক্ষা নিয়েও প্রেমপ্রীতি, ভালবাসা, আচরণ, মানবিকতায় পূর্ণ নাও হতে পারেন। পরিপূর্ণভাবে শিক্ষিত ও বিকশিত হওয়ার জন্য ব্যক্তির মধ্যে জ্ঞানমূলক (Cognitive), আবেগিক (Affective) এবং মনোপেশিজ (Psychomotor)-এ তিনটি দিকের সমন্বয় থাকতে হয়। জ্ঞান অর্জন করলেই হবে না, তাকে কাজে লাগাতে হবে। অবশ্যই কল্যাণমূলক কাজে লাগাতে হবে। জ্ঞানকে অকল্যাণে ব্যবহার করলে তাকে শিক্ষা বলা যায় না। জ্ঞানের যে শাখাই পাণ্ডিত্য অর্জন করা হোক না কেন- তার পরিশীলন ও ভারসাম্য সাধনের জন্য শিক্ষাবিজ্ঞান সহায়কের ভূমিকা পালন করে।

শিক্ষা বিজ্ঞানের পরিধি ব্যাপকভাবে বিস্তৃত, তা আগের আলোচনায় প্রতীয়মান হয়েছে। এর উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে- শিক্ষাদর্শন, শিক্ষা অর্থনীতি, শিক্ষা প্রশাসন, শিক্ষক শিক্ষণ, শিক্ষা ... শিক্ষা পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনা, পরামর্শ ও নির্দেশনা, শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচি, তুলনামূলক শিক্ষা, সহশিক্ষা/সহশিক্ষা কার্যক্রম, শিখন ও বিকাশ, শিক্ষা গবেষণা ও মূল্যায়ন ইত্যাদি। শৈশবকালীন যত্ন ও বিকাশ (Early childhood Care & Development) সংক্ষেপে ECCD শিক্ষা বিজ্ঞানের নবতর ধারণা ও আধুনিক সংযোজন। এছাড়াও এডুকেশন বিষয়টি প্রাক-প্রাথমিক, প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা (এগুলো স্তরভিত্তিক শিক্ষা), ভাষা শিক্ষা, সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষা, বিজ্ঞান গণিত ও প্রযুক্তি শিক্ষা, উপানুষ্ঠানিক ও অব্যাহত শিক্ষা, বিশেষ শিক্ষা, স্বাস্থ্য শিক্ষা এবং জনসংখ্যা শিক্ষাসহ নানা বিষয় নিয়ে অধ্যয়ন করে। দেরিতে হলেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা বিজ্ঞানের অ্যাকাডেমিক প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন অনুভব করে এবং ১৯৯৪-৯৫ শিক্ষাবর্ষ থেকে সমন্বিত ব্যাচেলর অফ এডুকেশন (অনার্স) কার্যক্রম চালু করে। অনার্স কার্যক্রমে ১৬টি প্রফেশনাল কোর্স, ৪টি ভাষাকোর্স এবং ১২টি অ্যাকাডেমিক কোর্স (কলা, বিজ্ঞান, সামাজিক বিজ্ঞান ও বিশেষ শিক্ষা বিভাগভুক্ত) এবং মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ৭ মাসের প্রাকটিস টিচিং সম্পন্ন হয়। অনার্স স্নাতকদের জন্য ১০টি বিশেষায়িত ক্ষেত্রে মাস্টার অফ এডুকেশন কার্যক্রম চালু রয়েছে যেখানে বিশেষায়িত তাত্ত্বিক এবং বাস্তব জ্ঞান ও দক্ষতা দেয়া হয়। এডুকেশন (অনার্স) ও মাস্টার শিক্ষাক্রম শিক্ষাবিদ ও শিক্ষাবিশেষজ্ঞদের বিবেচনায় বিশ্বমানের যা, ইতোমধ্যে দেশে-বিদেশে প্রশংসিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে দক্ষ জনগোষ্ঠী তৈরির লক্ষ্যে এ শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করেছে। দুঃখের বিষয়, বাংলাদেশের শিক্ষা বিভাগে এডুকেশন (অনার্স) স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারীরা অবহেলিত, অবজ্ঞার পাত্র। ফলে বাধ্য হয়েই ছাত্র আন্দোলনে যেতে হয়েছে। ছাত্র আন্দোলনের ৪ দফা দাবি হচ্ছে—

১। সরকারি শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজের বিসিএস শিক্ষকের পদগুলো শুধু এডুকেশন (অনার্স) স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারীদের নিয়োগ করা। এটি একটি যৌক্তিক দাবি। বিসিএস সাধারণ শিক্ষা ক্যাডারে নিয়োগের যোগ্যতা হচ্ছে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি। সকলেই বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পান। কলেজ অফ এডুকেশন/টিচার্স ট্রেনিং কলেজে স্বাভাবিকভাবে এডুকেশন (অনার্স) স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারীরা নিয়োগ পাবে। What to teach - এবং How to teachভিত্তিক Teaching-Learning Activities হচ্ছে শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজের মূল বৈশিষ্ট্য। কোন ডিসিপ্লিনের কোন্ কোন্ বিষয় এবং কিভাবে পড়ানো হবে তার বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান এডুকেশন (অনার্স) স্নাতকদের রয়েছে। শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজে মাধ্যমিক পর্যায়ের বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক পাঠদান পদ্ধতি ও কৌশল পড়ানো হয়। এর জন্য ওই বিষয়ে সাধারণ উচ্চ ডিগ্রিধারীর কোন প্রয়োজন পড়ে না। ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজ ১৯৯৫-৯৬ শিক্ষাবর্ষ থেকে এডুকেশন (অনার্স) কার্যক্রম এবং পরবর্তী সময়ে অনার্স স্নাতকদের জন্য মাস্টার অফ এডুকেশন কার্যক্রম চালু করে। কোন বিষয়ে অনার্স এবং মাস্টার ডিগ্রি লাভ করলে নিয়মানুযায়ী ওই বিষয়ের শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ পাওয়ার কথা; কিন্তু এডুকেশন (অনার্স) স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারীরা কেন সে অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে?

২। আই.ই.আর ছাত্রদের দ্বিতীয় দাবি হলো- সরকারি সাধারণ কলেজগুলোতে বিভিন্ন বিষয়ের মতো ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে এডুকেশন/শিক্ষা বিজ্ঞান চালু করা। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০০০ মাধ্যমিক স্তরে (একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণী) ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে এডুকেশন বিষয়টি চালু করার সুপারিশ করেছেন। শিক্ষাবিদ আনিসুজ্জামান স্নাতক পর্যায়ে ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে শিক্ষাবিজ্ঞান চালুর জন্য মত দেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজে এডুকেশন (অনার্স) ও মাস্টার কার্যক্রম চালু রয়েছে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট চালু হয়েছে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশন খোলার কথা রয়েছে। এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের এডুকেশন (অনার্স) কার্যক্রমে ভর্তির পূর্বপ্রস্তুতির জন্য একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণীতে এডুকেশন বিষয়টি চালুর কোন বিকল্প নেই।

৩। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের অধীনে পিটিআই ইন্সট্রাক্টর, উপজেলা শিক্ষা অফিসার, শিক্ষা/গবেষণা অফিসার, সহকারী ও জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা অফিসার, সহকারী পরিচালক, গবেষণা ও পরিবীক্ষণ অফিসার, প্রকল্প অফিসার প্রভৃতি পদে এডুকেশন (অনার্স) স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারীদের অগ্রাধিকার প্রদান করার বিষয়টিও বাস্তবায়নের দাবি রাখে। কেননা উল্লিখিত ক্ষেত্রে কাজ করার জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক জ্ঞান এডুকেশন (অনার্স) স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারীদের রয়েছে। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমেই তারা প্রমাণ করবে ক্ষেত্রগুলোর জন্য তারা যোগ্য কিনা। তবে প্রতিযোগীদের মূল্যায়নের প্রশ্নপত্র অবশ্যই এডুকেশনের সংশ্লিষ্ট বিষয়ভিত্তিক হতে হবে। প্রফেসর আলী আসগরের মতো অনেকে হয়ত চাকরি-উত্তর সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণের কথা বলবেন। চাকরিতে প্রবেশের সময় প্রতিযোগীদের সমন্বিত জ্ঞানের মাত্রা মূল্যায়ন করার কথা বলবেন। আমরাও Integrated knowledge-এর কথা বলি। জ্ঞানের বিভাজন কাম্য নয়; কিন্তু বিশেষ ক্ষেত্রে যদি সংশ্লিষ্টদের পূর্ব জ্ঞান থাকে এবং ওই বিশেষ ক্ষেত্রে কাজ করার জন্য তার কি কোন মূল্য নেই?

৪। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা ক্যাডার সার্ভিস চালু করা— আন্দোলনের সর্বশেষ দাবি। শিক্ষা অফিসাররা বহুদিন ধরে এ দাবিটি করে আসছেন। ড. আবদুল্লাহ আল মুতি শরফুদ্দীনের নেতৃত্বে গঠিত জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা কমিটি ১৯৯৭ এবং প্রফেসর শামসুল হকের নেতৃত্বে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি ১৯৯৭ সালে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা ক্যাডার সার্ভিস চালুর সুপারিশ করেন। বাংলাদেশের শিক্ষা প্রশাসনের জন্য এ রকম একটি ক্যাডার সার্ভিস চালু করা অপরিহার্য। শিক্ষা বিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ শাখা হচ্ছে শিক্ষা প্রশাসন। পৃথিবীর উন্নত দেশগুলোর শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে কাজ করেন শিক্ষা বিশেষজ্ঞরা। অর্থনীতিতে বিশেষ দক্ষতা থাকায় আমাদের দেশে টেকনোক্র্যাট অর্থমন্ত্রী নেয়া হয়; কিন্তু কোন শিক্ষাবিদকে শিক্ষামন্ত্রী বানানো হয় না। অবশ্য বর্তমান সরকারে একজন শিক্ষাবিদ শিক্ষামন্ত্রীর পদে আসীন রয়েছেন। সুতরাং আলোচিত বিষয়গুলো সরকার অবহেলা করবে না বলেই আমাদের বিশ্বাস।

[লেখক ঃ আহ্বায়ক, এডুকেশন স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়]